নমুনা সৌজন্য সংখ্যা

কবিতা এখন ডুয়ার্স

ফাল্গুন ১৪২৬

চুমিবারে আঁখি পাখি ধায়
শীতের শুকনো ডাল প্রেমে ভরে যায়
দু ঠোঁটের মাঝখানে যতটুকু ফাঁক
থাক, প্রেমে ভরে থাক।

কবিতা এখন ডুয়ার্স

প্রতিটি ভোটারের কবিতা আলাদা

কবিতা নিয়ে বাঙালি তরুণ-তরুণীর উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব এখনও ঘটে নি। রাজ্যের শহরে-গ্রামে-নগরে নীরবে অথবা সরবে কবিতাচর্চা ঘটমান বর্তমান। বাঙলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা। কবিতা কী— কেউ জানে না, তথাপি বিশুদ্ধ কবিতার কোনও আদর্শকে সামনে রেখে কেউ যেমন ভাবছেন যে কবিতা সকলের জন্য নয়, তা কেবল অনুশীলিত পাঠকের জন্য, তেমনি এর বিপরীতে অবস্থানকারী কবিরও অভাব নেই। কেউ যখন কবিতাকে স্বল্প, ঈঙ্গিতময় উচ্চারণে বেঁধে রাখতে মগ্ন, তখন আরেকজন হয় তো চাইছেন তাঁর কবিতাকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে যেতে। ছন্দকে কেউ মনে করছেন অন্তরায়, আবার কেউ ভাবছেন গতিময়তার মাধ্যম। কবিতা চর্চায় এই পরস্পর বিরোধিতা স্বাস্থ্যকর। 'কী খাবেন, কী পরবেন'-এর মত 'কী লিখবেন কেন লিখবেন' নীতি সৃষ্টিশীলতার পক্ষে অকাম্য।

মাঝে মাঝে এটা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে কবিতা কেন বক্তব্যধর্মি বা উচ্চকিত হতে পারবে না? আধুনিক কবিতা ব্যক্তি মানুষের কবিতা। যে কবির অন্তর অসহ উত্তেজনায় ছটফট করছেন তাঁকে তাঁর মতই লিখতে দিতে হবে। কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি কবিতার থিওরির খাঁচায় বন্দি হয় তবে ক্রমশঃ বাংলা কবিতা একঘেয়ে হয়ে যাবে। সকলের কবিতাই মনে হবে একই রকম। রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণে বাংলা কবিতার বৈচিত্র্য অপরিসীম। কবিত্ব কখনও কোনও একটি বা দুটি নির্দিষ্ট 'ধরন' বা 'প্রকরণে' আটকে থাকতে পারে না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কেবল ধ্রুপদ থাকলে মোটেই ভাল লাগত না। ট প্পা-ঠুংরি তাকে একঘেয়েমি থেকে বাঁচিয়েছে।

'কবিতা এখন ডুয়ার্স' সব ধরনের বাংলা কবিতাকে স্বাগত জানায়। আগ্রহী পাঠকের সামনে পঞ্চান্ন ব্যঞ্জনের ভোজ সাজিয়ে দেওয়াই পত্রিকার লক্ষ্য। দ্বিধাহীন ভাবে বলতে চাইছি যে পত্রিকাটি কবিতা পাঠকের জন্য। কবিতার জন্য। কিন্তু কবিদের জন্য নয়। বাংলার কম বয়সী কবিদের সঙ্কোচহীন আবেগমথিত নির্যাস প্রকাশে যথাসম্ভব প্রাধান্য দেওয়া হবে। পাশাপাশি যাঁরা কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁদের টাটকা নতুন কবিতাও থাকবে। প্রতিশ্রুতিমান কিন্তু অন্তরালাস্থিত কবিদের খুঁজে বের করার কাজটি বর্তমানকালে কঠিন নয়। সে ব্যাপারে সদিচ্ছা প্রকাশে আমরা বদ্ধপরিকর।

সংক্ষেপে, এই পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের জন্য সম্পাদকের সঙ্গে জানাশোনার দরকার নেই। কবিতা প্রকাশিত হলে ধন্যবাদ জানানো আবশ্যিক নয়। সম্পাদকের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলেও কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তা কোনও রকম 'ড্র ব্যাক' নয় বলে জানবেন। প্লেটো থেকে দেরিদা পর্যন্ত মন দিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে কবিতার কাগজ জনপ্রিয় হতে পারবে না, এমন নিদান কেউ দেন নি।

সবার আঙুলের ছাপ, চোখের মণি আলাদা। আধার কার্ড আলাদা। সবার কবিতাও আলাদা। কেউ কি কারোর মত লিখতে পারে?

বর্তমান সংখ্যাটি নমুনা সংখ্যা। বাংলা ভাষার সকল কবিতাপ্রেমীর সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

> 'কবিতা এখন ডুয়ার্স' সব ধরনের বাংলা কবিতাকে স্বাগত জানায়। আগ্রহী পাঠকের সামনে পঞ্চান্ন ব্যঞ্জনের ভোজ সাজিয়ে দেওয়াই পত্রিকার লক্ষ্য। এই পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের জন্য সম্পাদকের সঙ্গে জানাশোনার দরকার নেই। কবিতা প্রকাশিত হলে ধন্যবাদ জানানো আবশ্যিক নয়। সম্পাদকের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলেও কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তা কোনও রকম 'ড্র ব্যাক' নয় বলে জানবেন।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
sahitya.eduars@gmail.com

এখন ডুয়ার্স সম্পাদকীয় দপ্তর।
সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট। পাহাড়ি পাড়া। কদমতলা। জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

কবিতা সেইসব

এই বিভাগ আসলে পুনর্মুদ্রণের। প্রথমবার থাকল **সমর দেব** প্রণীত ‘আম্মা তেরা মুণ্ডা’র কয়েকটি কবিতার পুনর্মুদ্রণ। গুয়াহাটি থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে।

আম্মা তেরা মুণ্ডা
সমর দেব
প্রকাশক ‘ভিকি পাব্লিশার্স’। গৌহাটি
প্রকাশকাল ২০০৬
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। মূল্য ৩০ টাকা।

বেড়ালের ইতিবৃত্ত

‘এইবার শোনো অনির্বাণ আমাদের আদরের পোষা বেড়ালের কথা—’
হেসে ওঠে প্রেমিক যুবক। বেড়ালকে প্রবল ঘৃণায় সে থুতু ছুঁড়ে দেয়
চিরদিন, অথচ তার কথা আজ শুনে যেতে হবে তাকে এমন অমূল্য সময়ে?
আসলে কোনও কথা নেই, যে রকম হয়ে থাকে প্রায়ই ধরো ওই ব্যাঙেরাও কথা
তবে এসবেও জাদু আছে, ইদুর বেড়াল বা ব্যাঙেরাও ধার দেয় কিছু
কথাহীন দুঃসময়ে অতএব সহ্য করা যাক। অনামিকা বেড়ালে বিভোর

তুমুল ব্যস্ত সন্ধ্যায় পানবাজারের ভিড়ে অনেক হেঁটেছে তারা, তারপর
কথা আর নতুন আসে না, তখনই নেমে আসে অসময় বর্ষণ কাদা
কখনও বা ফড়িঙের টুকিটাকি ভিখিরির প্রতি সীমাহীন মায়া
এরকম আত্মহনন দুঃস্বপ্নেও কোনওদিন ভেবেছিলে মানবসভ্যতা!
অনামিকা মারা গেছে কবে এখানে অথবা অন্য কোনও দূরের শহরে
নাকি এই কথা অন্য কোনও গ্রহ বা দূরবর্তী আলোকবর্ষের
কেইবা অনির্বাণ, ঘাসফুলে চেয়ে একদিন স্বপ্ন দেখেছিল তুমুল বিস্ময় নিয়ে
তারপর, একটু একটু করে হেঁটে হেঁটে সরে যায় আলো সমস্ত আকাশ জুড়ে তারা
উজ্জ্বল আলোর বৃত্তে বেড়ালের ইতিবৃত্ত যেন তারা হয়ে জ্বলে।

অনামিকা মারা গেছে কবে এখানে অথবা অন্য কোনও দূরের শহরে
নাকি এই কথা অন্য কোনও গ্রহ বা দূরবর্তী আলোকবর্ষের
কেইবা অনির্বাণ, ঘাসফুলে চেয়ে একদিন স্বপ্ন দেখেছিল তুমুল বিস্ময় নিয়ে

ক্যাসিনো

অতীতের সমস্ত ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেবিলে সাজাই
পাপড়ি নিয়ে খেলি আমি জেনো মগ্ন জুয়াড়ি এক
ক্যাসিনোতে সঙ্গী জুটে যায় দু’চার মদ্যপ
তুখোড় খেলুড়ে কেউ বাজি রাখে সমস্ত জীবন
বোঁটা ছেঁড়া ফুল ক্রমাগত স্বপ্ন ঢেকে আনে
আমি বুনে যাই টানা আর পোড়েনের খেলা
ততক্ষণে ঘাসফুল বসে থাকে নদীর নির্জনে
ওপারে তাকিয়ে সে মৃত্যুর গান গায় একা।

মস্তক বিক্রয়

তুমি নেই, নেই বলে স্বপ্নের রংও পাল্টে যায়,
এই বিদেশ বিভুঁইয়েও ক্লান্ত পথ হেঁটে চলো, তবু
দ্যাখো সহসা বিভ্রমেও ঘরমুখো হওনি কখনও,
সিগারেট পোড়ে, পুড়ে যায় চরাচর স্বপ্ন সুখচ্ছবি

এখানে দুমুঠো ভাত, পরের ঘরে ভাড়া দু’হাজার
টাকা মাসে, মালিকের দেঁতো হাসি কলকণ্ঠ
কর্মক্ষেত্রে হাত দিয়ে হাঁটো নতজানু হও ছাগলের
কাছে, তফাত শুধু এই তুমি বেচো মাথা!

মুরগির ছানা

মুরগির স্বপ্ন দিয়ে তার শুরু হয়েছিল অবুঝ কৈশোর
পঁচিশ বছর ধরে সে অপলকে দ্যাখে সমূহ সর্বনাশ
হলুদ সোনার মতো সব ছানা দানা খোঁটে ইতিউতি
ঠোঁটে ঠোঁটে ঘষাঘষি হয়, কুসুমের মতো হাসে
মায়ের ডানার নীচে বসে ওম নেয় ভ্রুণের মতোন।

মুরগি নিয়ে স্ত্রী আচার অনেক প্রাচীন বলে
সকলেই ভুলে গেছে সব মুরগির গলায় চাকু
মিহি পোঁচে কাটো নানা বিধি ও রীতিতে
তখনও মুরগির ডিম, সুবর্ণ কুসুম আর ছানা
সভ্যতায় আজও দিব্যি বেঁচে আছে তারা
কুমারী স্বপ্নের মতো এক অস্পষ্ট কুয়াশায়।

কুসুমের মতো হলুদ রঙের সূর্য আজও ওঠে
অপেক্ষায় থাকে গাঢ় আলিঙ্গন চেয়ে রাত্রির
নীরবে প্রহর গোনে থর থর কাঁপে কামনায়
তখন মুরগির স্বপ্ন, স্নেহ ঘিরে থাকে ডানা হয়ে
দানা খোঁটে হলুদ হলুদ ছানা আদিম রহস্যময়।

আত্মহনন

আত্মহত্যার আগে আমার কাউকে মনে পড়েনি
শুধু এক অন্ধকার থেকে অরেক অন্ধকারের দিকে
মোহময় হেঁটে যেতে চেয়েছিলাম বিঘ্নহীন
দু’পারে কোথাও সূর্য ছিল না, শূন্যতা ছিল
কালপ্যাঁচা ডেকেছিল বাতাসে লাশের ঘ্রাণ
সমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়েছি সমূহ বেশ্যাদের ঘৃণা
উপেক্ষা করেছি প্রতারণা মানুষের কলইত সুখ
কারও মুখ মনে পড়েনি অমৃতা না পলিও নয়
শুধু জননীর কাছে ঋণ, প্রতিজ্ঞার কাছে ঋণ
জীবনের শোধ মনে পড়েছিল, জীবনের গ্লানি
নর্বেদ ভালবাসা গূঢ় আরও মানুষীর কাছে
হত্যার গোপন তৎপরতা, তার চেয়ে কাম্য আরও
আত্মহনন।

কবিতা গুচ্ছ

রত্নদীপা দে ঘোষ

চোখজন্ম

আজ আহ্লাদ জড়ানো দৃশ্যপট বৈদ্যুতিক ময়ুরসব
মিহি সবুজ আঁকা পেখমের শখ প্রাণপণ শিখছে

আহিরঘেঁষা পথচারী পাখি, আলোর কিনারে
অন্ধ আর অন্ধকারের জোটখেলা বাঁধছে

শীতকালের নরম তা, প্রহরী রোদের পারুল-গাঁও
কারণের স্মৃতিতে অকারণের কোয়েলগুলি ভাসছে

বহুদিন-না-শোনা একজন রবীন্দ্রসংগীত

জলশিশিরের ছায়ায় তাঁর অজস্র চোখজন্ম
তন্দ্রার নিটোলখানি পলকের ঘুমপদ্ম গাইছে

কী নিপুণ পৃথিবীর কলম, অবিকল তরঙ্গের ধরন
গদ্যের গন্ধরাজ নিরুদ্দেশ কণ্ঠ কবিতাদের লিখছে

বেদত্রয়ী

মহাকাশের কাছে প্রার্থনা করি
মহাসত্য, স্তোত্রপ্রদীপের কাছে প্রার্থনা
হোমতাপ, নারায়ণী যজ্ঞসেনার কাছে
আগুন হে তপস্যা, পঞ্চতপা বৃষ্টির কাছে
ময়ূরাক্ষী ওগো, বিন্দুআকাশের অনিকেত
প্রার্থনা করি, অলৌকিক বিশল্যকরণী চাই
আমাদের, খরবায়ু ভিটেমাটির কুটীর

সাঁতার চাই, অগ্নিকোণে আশীর্বাদ মুহুর্মুহু
ফোঁটা ফোঁটা বিষুববুদ্বুদ, আলোকবর্তিকা চাই
অন্তরলীন বেদত্রয়ীর কাছে

ফেরা

যখন ফিরে আসছি প্রণামে মগ্ন মসজিদ থেকে
যখন মন্দিরের প্রতিটি ফেরা থেকে ফিরে আসছি
ফিরতে ফিরতে জানছি প্রতিটি ফিরে আসার পরেও
উপাসনা বাকি থাকে কিছু
ফেরাদের নাক মুখ চোখ
হাসি আর কান্নার আজান লেগে থাকে প্রতিটি রক্তকণার গায়ে
কয়েকটি মৃদুরঙ ফিরেআসা আসলে বিষাদেরই উপাসনা
বিবসনা বুকের অলঙ্কারে অহংহীন অবগাহনের ইচ্ছে
না-ফেরা তুলির রাত্রিবাস খুলে, শব্দহীনা মাতৃহীনা
মেদিনীর তীরে, শাস্ত্রীয় কন্যাসঙ্গীত সেজে ফিরে আসি

ত্রিশ মিনিট

মাত্র ত্রিশ মিনিট দূরে তিনি
তবু জানতে পারিনি

আয়ুরেখায় এসে বসেছেন দরবেশের দূত
অর্ধনমিত বৃষ্টি পাঠ করছেন বিধাতা
সেই আতুর অস্তাঞ্জলী
থির অন্ধকার তীব্র শাঁখ শালুক বিজুরি
আগুনমুখো ঘোষণা দিচ্ছে অন্তিম মুকুতা
কালো স্নানঘেরা নিয়তি, পরনে মন্দডাক
সাদাবস্ত্র হাতে মাত্র ত্রিশ মিনিট দূরত্বে
মহাচন্দ্রিকার আবির্ভাব

শলাকাবর্ণ হরিধ্বনি ঘোর শ্যামাছন্ন
খইফুল হেন টলটলে অগ্নিদেবীর লাবণ্য চিনতে পারিনি

চাঁদের আরামে হেলান দিয়ে
বসে আছে সর্বংসহা মায়াপুস্প
সবুজ নামতার হাসি-বেলুন
উড়ছে বর্ণালীর রথে

ছেমরি

সৈন্য নিভে গ্যাছে যুদ্ধশেষে

আনন্দে কাঁপতে কাঁপতে ছেমরি
চড়েছে পৃথিবীর মিনিবাসে

এই পৃথিবী যুদ্ধের নয়
অই মিনিবাস সৈন্যদের নয়

চাঁদের আরামে হেলান দিয়ে
বসে আছে সর্বংসহা মায়াপুস্প
সবুজ নামতার হাসি-বেলুন
উড়ছে বর্ণালীর রথে

এই ইস্কুলখেলা মাঠ খড়ের গোলার্ধ
এই পানপাতা পাহাড় আনমনা অরণ্য
এই গল্পতুলি, রোমাঞ্চ রঙের ছবিগুলি

অই পোশাকহীন তারাদের মহাকাশ
অই আদি-অনাদির অনন্য মিনিবাস
আর কারো নয়, সব অই ছেমরির

পারাপার

ইত্যবসরে ধ্রুবতারার শব্দশঙ্খটি বেজে উঠছে পাঁজরের দিগন্তে। রেণুকথা। অথবা কথারেণু। নীহারিকায় পুষে রাখছো পুষ্যানদীর চর।
তোমার হাসি এক পরবাসী সাদা-কালো। আর কান্না? কান্না এক করুণ-দহনে আলো। পরবে কাকে? কাকে দেবে চোখ? কাকে পলকের বিভোর?
মনে রেখো, তোমার গন্তব্যের নাম তিতির। তিরতির প্রাণ। অপরা আরাত্রিকা। পরবর্তী কুসুম-সংবাদের অপেক্ষায়। সকালচরা ভোর, ভোরের গোড়ালিময় শিশিরের লাবণ্য।
খুব জোরে কথা বোলো না এখন। আজকাল হাল্কা জ্বরের চলন। আটচালার আবডালটি মিটিয়ে ফ্যালো। দেনাপাওনার মুকুল। যিনি তোমার প্রতিবিম্ব। তিনিই শ্রেষ্ঠ গনৎকার।
তোমার জ্যোতিষপুঞ্জের দরদালানটি তাঁর চেনা। তোমার মাথা-উঁচু দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাও...

স্বর্ণলতা ও বিচ্ছেদপুরুষকে

সুমন মল্লিক

(কুহু ও রাজ স্নেহভাজনেষু)

পাহাড়ি ঝোরার মতো স্নিগ্ধ হয়ে যায় সময়
যেন প্রতিটি দিনই বসন্তবাহার
মেঘ বলতে আপত্তি নেই, মেঘবালিকাও
তোমার খেয়ার বইঠা হাতে দাঁড়িয়ে আছে
এক বিচ্ছেদপুরুষ; তাকে
গোপনে জ্যোৎস্না ও জোয়ারের কথা শেখাও

বন্দি হতে শেখো, এইবার অন্তত...
ওই যে শীতের ঘূর্ণিবাতাস এলোচুলের মাঝে
পলাশপরব এঁকে দিচ্ছে তোমার বুকে
নিঃশব্দে বিচ্ছেদ মুছে যাচ্ছে ঠোঁটের গভীরে
আরও কতকিছু... বোঝো না
কলঙ্কে যে শ্রাবণ হয়ে এসেছে
তাকে প্রাণ ঢেলে আপন করো
কাব্য ও ক্যানভাসের মাঝে
তুমি কি বুঝতে পারছো না
স্বর্ণলতাই তোমার এক ও একমাত্র আশ্রয়

জ্বর

ব্রহ্মজিৎ সরকার

তোমাকে মনে করবার মতো খড়কুটো নেই
তবু তুমি এক পাল মেঘ
ভেঙে পরো মাথার উপর

ভিজে ভিজে একসার হলে
নিজেকে অসহ্য ভাবো
হাওয়ায় উড়িয়ে দাও লঙ্কার ধুলো

ওপরে জ্বরের ঝাল, ভেতরে গা গরম আমারও

শুদ্ধ প্রজন্ম

অভিজিৎ দাস

এ প্রজন্মের কাছে শুদ্ধতা
হাট করে বলার মতো কোনো বিষয় নয়।
ময়লা ঘেঁটে হাত ধুয়ে ফেল ,
বেশি হলে গন্ধ-সাবান মেখে ফেল ,
স্নান করে মেখে নাও বডি অয়েল
ব্যাস আর কোনো কথা নেই
একেবারে শুদ্ধ ধবধবে সাদা।

প্রতিদিনের জীবনে ঘটনার ঘনঘটায়
ফুরিয়ে যায় সবরকমের কথাগুলি।
কেউ মনে রাখে না প্রয়োজন বোধ করে না।
ময়লার উপর পড়ে পুরস্কারের প্রলেপ
শুদ্ধতার একমাত্র ট্রেডমার্ক।

ওই যে শীতের ঘূর্ণিবাতাস এলোচুলের মাঝে
পলাশপরব এঁকে দিচ্ছে তোমার বুকে
নিঃশব্দে বিচ্ছেদ মুছে যাচ্ছে ঠোঁটের গভীরে
আরও কতকিছু...

এ কার দেশ ?

গৌতম লালা

রোদেলা মেঘ, তামাটে ঘাসের লেজ
রাস্তা আটকে সোনালী বাঘ, হেমন্তের মায়া

মাঠ পেড়িয়ে বিলের ধারে প্রাণবন্ত সবুজ
বনলতা-মেটে কাশ, বেলেহাঁস-বক
এসেছে কী সাইবেরিয়া থেকে ?
টারগন-সারস-ঈগল যুদ্ধ করে ঠোঁটের দাপটে

এ কার দেশ ? তারা কী পরিযায়ী ?
না কি আলের ধারে স্থায়ী কবিগান, ঘুম গাছের কাঁটা
কুয়াশার ঝড়ে তাঁবু উড়ে যায়

তালের বেতাল আক্রশে খুন হয় নিঃশ্চুপ পেখম...

স্নান

অনুভব দে

শরতের বৃষ্টি ব্ল্যাকবোর্ড, দেওয়াল
ভেজাচ্ছে
যে জানালা কোনোদিন খোলেনি
তাও ভিজছে
রাস্তার বাঁকে
তিনটি কাক, দুটি ছাতা
আর কেউ নেই।
সব ভেজা
শুধু টেবিলের কোনের
চশমাটা ভেজেনি
তার জন্য কোনো চোখ নেই।

আদর

রাজীব পাল

ছোট থেকেই আমার খুব লোভ।

প্রথম প্রথম খাবারের
স্কুল লাইফে নম্বরের
টিন এজে এসে প্রেমিকার
কলেজ পার করে বড় বড় চাকরির।

নিজেকে তলিয়ে দেখলে বুঝি
আমি আপাদমস্তক লোভী একজন মানুষ

খুব জ্বর হয়েছে দুদিন
আমি তবু ডাক্তার দেখাচ্ছি না

কারণ আমার লোভ মায়ের আদরের...

কবিতা ময়দান

রৈবত

অভিষেক মুখোপাধ্যায়

দৃষ্টির বিচ্ছেদ থেকে ধ্বনিমালা নাভির ভেতর
পূর্ণাঙ্গ জবাজন্মে জড়িয়ে ধরেছে থান শাড়ি
টান মারে পরমাত্মা সূর্যভাপে জেগে ওঠে নাড়ি
তোড়ী বাজে দশমাংসে, বিলাবল কাঁপে অঙ্গে রেতঃ

চেতঃব্রহ্ম তানসেন, লেখো গুপ্তমন্ত্র গুহ্যকথা
শরীর ডেভিডমূর্তি; ভান করা বসন-বাসন
বারুণীর ঘাটে থুপে হাতমাজা, হাজাদেহমন
ভাসিয়ে নির্বোধ গাঙে মুগ্ধ করো নীল অস্থিরতা।

মানুষ ডামর দেখে ত্রস্তমত্ত ঘন তমিস্রায়
ফিরে আসে বারবার। কালী কালী ডাকে ধাইমাকে
রৈবত যখন জাগে-পাতাভর্তি ছাইভস্ম মাখে
রে করালী তুই নোস, খিদে পেট কামড় বসায়।

আটটায় হাত মুখ ধুই দশটা দশ ফ্যাক্টরিযাপন
ডাক্তার বিদ্যুৎ মারো। ব্ল্যাক কফিতে নেশা কাটছে না।।

ঝড়

দেবশ্রী রায়

তুমুল ঝড়ের পর
একটা অস্বাভাবিক নৈঃশব্দের মধ্যে তলিয়ে যায়
জীবনযাত্রার প্রতিবাদ।
তখন আমরা যেন সেই পাখি
যার বুকের ভেতর অনন্ত সবুজ মাঠ,
কচি ধানের দুধেল মায়া।
দুচোখে জমে থাকা
স্যাঁতসেঁতে প্রাচীন সন্ধ্যা ভেঙ্গে
নামতে থাকে স্বপ্নময় রাত।
ঘরমুখী পাখিডাক লুট করে নিয়ে যায়
আলো আঁধারের সবটুকু খেলা
কোথাও দু একটা নক্ষত্র ফুলের মতো জেগে ওঠে

কাঁচা শালপাতায় তুলে রাখো চরম আফসোস
গোপন ইশারায় ভেসে যায় মাতাল চন্দ্রমাস
শালুক ফুলের মালায় অলুক সুতোর আশ্চর্য দেখি

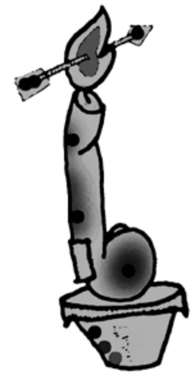

ঋতুহীন কবিতাগুচ্ছ -৬

বিশ্বজিৎ আঁকুড়ে

এই ব্যর্থ স্বপ্নবাস এই গুরুতর অন্ধকারে
কখন যে রাত হয়ে নেমে আসো...
টের পাই না...
বিভেদরেখা আবজা বলেই বেসামাল হয়ে যাই
যে ভাবেই জাগিয়ে রাখো নিশানা ঘোর পরবাস
এক একটা ক্ষয়কাল এক একটা নিভে যাওয়া মুহূর্ত
টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় স্বহত্যার অস্তরাগে
ক্ষমা পাশে ঝরনার একটি বাতি জ্বলছে...

নিয়র মাখানো ধানশিষ...
লালমাটি নেপা খামার-চাতালের অঘ্রাণ-উল্লাস...
আর কতদিন! দেখতে দেখতে আমিও একদিন
বিগত ঘ্রাণ হয়ে যাই...

কাঁচা শালপাতায় তুলে রাখো চরম আফসোস
গোপন ইশারায় ভেসে যায় মাতাল চন্দ্রমাস
শালুক ফুলের মালায় অলুক সুতোর আশ্চর্য দেখি
তারপর তোমার রোদ যাবতীয় মায়া হারালে
গা ছুঁই-ছুঁই ধোঁয়ার ফাঁকে নেচে উঠছে সন্ধে মাদল
এই ব্যর্থ স্বপ্নবাস এই গুরুতর অন্ধকার তবু তো
একটা আহত মুখ জেগে আছে...

কবি সিলভিয়া প্লাথের স্মরণে

দেবযানী সেনগুপ্ত

ওভেনে মাথা রেখে-
সে খুলে দিলো গ্যাসের নব,
সব দরজা জানালা নিঁখুত বন্ধ
পাশের ঘরেই যে আছে-
আড়াই বছরের মেয়ে আর-
এক বছরের ছোট্ট ছেলেটা তাঁর!
সযত্নে তোয়ালে আর গরম কাপড়ে-
জড়ানো তাদের শরীর,
লন্ডনের ভয়ঙ্কর শীত
'যেন না ছোঁয় বাছাদের আমার!'
এ ঘরে যাতে না ঢোকে
কোনো কার্বন মনোঅক্সাইড
সেদিকে সুতীক্ষ্ণ নজর তার।
চিরঘুমের দেশে
তলিয়ে যাবার আগেও
যুবতী কবি সিলভিয়া প্লাথের
মাতৃত্ব সস্নেহ সজাগ।
ত্রিশ বছরের জীবনের
যবনিকা টানলে তুমি কবি,
দিয়ে গেলে
কালজয়ী কবিতাদের
অক্ষর মিছিলের সারি।
শুনিয়ে গেলে
জীবনের জটিল রহস্যের জয়গান,
নিজে পান করে নিলে-
নীল বিষ ধোঁয়ার মৃত্যুর হলাহল।

আজ বিষাদের কথা বলতে আসিনি

সুভান

তুমুল একটা বৃষ্টি হচ্ছে শহরে এখন,
যদিও বাজভাঙা বিরহের কথা আজ বলতে আসিনি,
কলকাতার বাতাসও কি আজ এমনই ষোড়শীপাগল?
জানো, বৃষ্টিউন্মাদ আমার বুকের ভেতরেও
আস্ত একটা কলকাতা শহর ভিজে আছে।

তোমার আবৃত্তির ক্লাসের কবিতার ডাইরি নিয়ে
তুমি যে কতবার হেঁটে পার হয়ে গেছো কলকাতা সেতু।
আমার সেই সব উত্তর কলকাতার গলিগিঞ্জি দিন,
নন্দন চত্বর, কবিতাউৎসব, ঝিমঝিম একটা আলো,
লেকের পার থেকে দুহাতে শূন্য ছুঁড়ে দিয়েছ হাসি ও ঈঙ্গিতে।

পাটুলির একা বেঞ্চে বসে কত বিকেলে কেটেছে তোমার সঙ্গে,
মেট্রোর কামরায় হুহু বাতাস ছড়িয়ে দিতে দিতে তুমি নেমে গেছো
পরের স্টেশনে... একা। বললে না তো? বৃষ্টি হয় এখন?
সন্ধের পরে দেখা? যখন আমি কোথাও থাকি না
তোমার ভেতরের খুব শহুরে বিষণ্ণতায়...

আমার বুকের ভেতরেও একটা বৃষ্টিবিভোর কলকাতা আছে,
জলমগ্ন সেসব কাব্যকথায় তোমাকে আড়াল করি রোজ,
তখন তুমি দূরের একটি গাছ, ছায়াভূমি, অ্যাক্রোপলিশ...
জলের নিচে পা ডুবিয়ে বসে থাকা কালরাত্রির মেয়ে ও
তোমার নাম যে রাইপদ্ম, শহরে জানে কেউ?
ফুটে উঠছ... কেমন অন্তরালে...
এদিকে আমি গল্প করতে করতে ভিজে মাথায়
হঠাৎ এসে ঢুকে পড়লাম জহর সিনেমা হলের গলিতে,
তোমার আবৃত্তির ক্লাসে, উচ্চারণে, যেভাবে গতকাল
গল্পে-গল্পে তোমার ট্রেন মিস করাতে বসেছিলাম।

জল থৈ থৈ কলেজস্ট্রিট থেকে কোন অক্ষর যে ভেসে গেল
আমার অস্তাচলের দিকে, কে জানে...
সেই থেকে ভাসমান দ্বীপ আমি। সেই থেকে নাবিকদেহ।
আমি তো শহর চিনি না ভালো... তবে বৃষ্টি চিনি।
জল চিনে বলে দিতে পারি কোন সেচের কাছে
কোন হৃদয়জমিন বন্ধকী আছে,
কোন আলের কাছে বিষাদকেউটে ফণা তোলে...

হাহাকার একটা বৃষ্টি হচ্ছে এখন,
আমি কিন্তু আজ বিষাদের কথা বলতে আসিনি তোমায়,
শুধু জানতে এলাম,
তোমার বুকের ভেতরে যে শিলিগুড়ি শহরটা আছে,
সেখানে আমাদের আজ একবারও দেখা হল কিনা?
তোমার বুকের ভেতরেও কি তুমুল বৃষ্টি হয়?
দীর্ঘদিন দেখা না হলে...

একটা হলুদ রঙের অনুবাদ

পার্থসারথি লাহিড়ী

সবটাই শরীর অথচ শারীরিক হয়ে উঠছে না
বরং একাকার হয়ে যাচ্ছে পরস্পর —
স্বপ্ন ষ্টেশন থেকে নীল বরফিলি আগ্নেয়গিরি
বলছে, অনুভব কর'।
কাছাকাছি স্বর্গ এলে
কেন বলে If Will Come Tomorrow ...

সামুদ্রিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে অশান্ত পিয়ানোপাখি
আদুরে আদুরে ছাতা, জিমন্যাস্টের শরীর নামছে,
নামাগুলো এক একটা নোটেশন
নোটেশন নামছে —
মরগ্যানিয় Melancholy ...
মানে, এক প্রকার গোলাপি বৃষ্টি

ট্রম্বন বাজবে,
ভায়োলিন থেকে ঝরবে এক পৃথিবী মায়া
নীল নীল শীতে পড়িয়ে দেওয়া হবে নিজস্ব উষ্ণতা
উপত্যকা পাড়ি দেবে চাঁদ, Sacred River
সেও নীল রঙের, স্মুদ অ্যান্ড সিল্কি
পর্দা সরিয়ে রাতের ওপারের ট্যাংগো।

শেষের সংলাপে

উদয়ার্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত শিশুদের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে রাত
অথচ
কি ভয়ঙ্কর টানাপোড়েনের দিনে তোমার ক্যামেরা
তাক করে বসে আছে
দুঃস্বপ্নের বোঝাই লড়িতে আমাদের অভ্যেস
বশ্যতা স্বীকার করলে তুমি মানবে কী
অবশ্য তোমার কোলে শিশুরা চকলেট খেতে শিখে গেছে
ভারি অন্যায় হল আমাদের
তোমাদের উচানো কণ্ঠস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে প্রতিবাদের শব্দ
আর সমস্ত ফেসবুক জুড়ে সাজিয়ে তুলছো
শিশু দিবসের মুখগুলো

কবিতা প্রিমিয়াম

উৎসবে নিরুৎসবে

উত্তম দত্ত

একটি ফড়িং কিছুক্ষণ পাশে বসে উড়ে গেল তার নিজস্ব কচুরিপানার দিকে
একটি ঝকঝকে শামুক তার শ্যামবর্ণ প্রেমিকের পাশ থেকে উঠে এসে
আমাকে উত্তমকুমার ভেবে ভুল করে টপাটপ কিছু ছবি তুলে দ্রুত ফিরে গেল
সংবাদপ্রবাহে

আলুখেত থেকে উঠে এলো বিমুগ্ধ চাষিরা
তাদের ঠোঁটে ও জঙ্ঘায় তখনো বাতিল কৃষিসভ্যতার মাটি লেগে আছে
একজন ভালো মানুষ আমার ঝুলির ভিতরে খুব যত্ন করে ভরে দিল তার
কয়েক টুকরো আত্মা
একজন খুব খারাপ মানুষ খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে অতর্কিতে জানতে
চাইল : এশিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক
কীরকম

বস্তুত আপনাকে নিয়ে ক্রমাগত মিথ্যে বলতে
আমার আর ভালো লাগছে না
আপনি যখন ওই ন্যুব্জপৃষ্ঠ দাড়িওয়ালা ৩২ ইঞ্চি ছাতির কম্বল-বেষ্টিত কবির
দীর্ঘদিন নখ-না-কাটা রোগা রোগা পা ছুঁয়ে প্রণাম করছিলেন
আমার খুব ইচ্ছে করছিল তাঁর কাছে গিয়ে কানে কানে বলি:

— কয়েক'শ ভালো কবিতা লিখেছেন বলে পৃথিবীর সমস্ত নারীকে আপনি
দাবি করতে পারেন না

— 'রক্তে ভেজা বাংলাভাষা' একবার লিখেছেন মেনে নিয়েছি মুগ্ধ হয়েছি
হাততালিও দিয়েছি
কিন্তু দ্বিতীয়বার লিখতে এলে একদিন ভোরবেলা উঠে দেখবেন আপনার
ডানহাতখানা আর নেই

— যে সব মেয়েরা আপনাকে প্রণাম করে তারা কিন্তু আপনাকে নয় আপনার
কয়েক'শ ভালো কবিতাকে প্রণাম করে আপনি নিছক একটা প্রতীকমাত্র -
ফসিল আর প্রতীকের অত অহংকারী হওয়া মানায় না

— আমিই সেই 'পিরানহা' আমাকে চিনে রাখুন
জলের ভীষণ নীচেও স্পষ্ট দেখতে পাই আমি
হলভর্তি কুয়াশার ভিতরেও ডাঙায় কেলি করছেন করুন
ডুবে ডুবে জলকেলি করতে চাইলে একদিন আপনাকে ছিঁড়ে ফেলব আমি...

আমার কোনও শিল্প নেই

বিজয় দে

আমি তোমাকে বাংলার যৌবনে খেটে-খাওয়া শালিখের মাংস
খাওয়াবো বলেই যেন এই পৃথিবীতে এসেছি
আমার কোনও ক্ষমা নেই
আমি তোমাকে সুবে বাংলার নবান্নহারা একান্নবর্তী কান্না
শোনাবো বলেই যেন এই পৃথিবীতে এসেছি
আমার কোনও উল্লাস নেই
আমি তোমাকে কোজাগরী বাংলার পৌষ পার্বণে গাথা
মাতৃমুখী স্তন
দ্যাখাবো বলেই যেন এই পৃথিবীতে এসেছি
আমার কোনও লজ্জা নেই
আমি তোমার জন্য আউলিয়া বাংলার বাউলমার্কা
ওরে ভোলা মন
গাইবো বলেই যেন এই পৃথিবীতে এসেছি

আমার কোনও মঞ্চ নেই

আমি তোমার জন্য একটি হাতে গড়া দেশ
আমি তোমার জন্যে সেই দেশের ভেতরে
এক কণা সাহস

আমি তোমাকে বাংলার কুয়োতলা বাংলার কলতলা
২৫শে বৈশাখ থেকে ২২শে শ্রাবণ

লিখে লিখে
শেষ হয়ে যাবো বলেই যেন এই পৃথিবীতে এসেছি
আমার কোনও শিল্প নেই

আমার লেখারা

সেবন্তী ঘোষ

দর্শক নেই এমন ময়দানে,
একা একা গোল দিয়ে যাচ্ছো রাতদিন!
ব্যাকভলির মতো অধুনা গৌরবহীন
শ্যাম থাপা অবসরে প্রাচীন।
ঢাক বাজে, শব্দ অর্থ পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ণে
সাদা পাতাগুলি ছেনে খুলে
কবে কলমের খোসা থেকে
হারিয়ে গেছে কোন মেল-এ!
তবু মন্ত্রের মতো দু-চারটে কথা
শিশিরে মাখামাখি কাশফুলে,
অকাল বরিষা হেন
ঝরে পড়ে দিক ভুলে।
এমন শরৎ এলে তোমাকেই ভাবি—
তুমি ফের শব্দ অঙ্গুলিময়।
যেন স্ক্রিন জুড়ে শিউলির মতো
ফুটে ওঠা ক্রৌঞ্চী নিধনের বিস্ময়।

সুইসাইডাল নোট

সুবীর সরকার

"শিবিরে শিবিরে কত পাখি"
আমার কোন শিবির নেই
তাঁবুতে পেতে রাখা ক্যাম্পখাট নেই
এই জ্বালাও পোড়াওএর দেশে দু-দন্ড
শান্তির কথা ভাবি
ডাহুক পাখির পায়ে বেঁধে দিই আত্মহত্যা।
ম্লান লণ্ঠনের আলোয় ভেসে যায় সব ও সমস্ত
ব্যালাড
কান্না তো আবহমান।
বিশ্বাসঘাতকদের জন্য আমি বানিয়ে দেব
হাসপাতাল
মুখে মাখিয়ে দেব বাস্তুসাপের লালা
আমার অসুখ সারিয়ে দেয় ফসলের
আদর
আমাকে বিদ্ধ করতে গিয়ে কেমন ভোঁতা হয়ে
যায় ধারালো ছুরি
শীতের বানে বিকেল ডুবছে। আর
আমার ওভারকোটে তোমার
আঙুল

অরণ্য উৎসব

অমিত কুমার দে

ধূপঝোরার পাশ দিয়ে যে নদীটি বয়ে যায়
যতই মূর্তি বলে ডাকো তাকে
আমি কিন্তু কোন একদিন তাকে
'রাজেশ্বরী' বলে ডেকেছিলাম
রূপোলি মাছেরা আমাকে দেখিয়েছিল অনেক গোপন
মাছেদের ডায়েরিতে রোদ লেখা থাকে বলে
বারবার খুনিয়া মোড় থেকে আমার মোটরবাইক
অনায়াসে ঘুরে যায় মাছেদের উৎসবে
সেখানে বাঁ-হাতি পথ মানেই জঙ্গল আর জঙ্গল
সেখানে ডান-হাতি পথ মানেও জঙ্গল আর জঙ্গল
চল্লিশ বছর ধরে দাঁতালের মতো জঙ্গল লিখছি
চল্লিশ বছর ধরে চিতাবাঘের মতো ওত পেতে আছি
চল্লিশ বছর ধরে গাছ হব ভেবে ভেবে জঙ্গলই হয়েছি

জারুল সেগুন শাল বেসামাল চিরউৎসবে
শুকনো আঠার ধুনো লেগে থাকে আমার শরীরে
ধনেশের ডানা থেকে নেমে আসে বাক্যপালক

এখানে জংলী গান গেয়ে যাই আমি এক অবাধ্য বালক!

তৃষ্ণা

সুদীপ্ত মাজি

অনেক পিপাসা আর ঘড়াভর্তি দুঃখ নিয়ে
সীমানায় চৌকি পার হই

কলরবে ভরে থাকা গাছপালা, সন্ধের রোয়াক
খেউড়, শলাকা আর আগুন জ্বালিয়ে রাখা
সমাজের পরিখা পেরিয়ে
দাঁড়াই দু'দণ্ড, দেখি প্রদাহে বিদীর্ণ এক দমবন্ধ বাড়ি আর
ব্লটিং কাগজ হয়ে শুয়ে আছে জানালায় মন

ভুল পূর্বাভাস ধরে খুঁজে ফিরি দগ্ধদাহ পেরিয়ে কোথায়
লুকিয়ে রয়েছে বসে মুখচোরা, শ্যামবর্ণা বাইশে শ্রাবণ!

কবিতা প্রিমিয়াম

নদী কথন

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

আমাদের এই পাহাড় ঘেরা মাটি এইতো ছোটনদী
নদীর ভিতর সাত সতের কথার ঘোরাফেরা
উপচে পড়ে মাছেদের গান আর নিবিড় কথকতা।
ফিসফিস সে ইচ্ছে ভাষা শুনি, মাটিতে আর
পাথরে কান রেখে, বার বার ঐ ঝলকে ওঠে আলো
দিক নিয়ে যায় অসীম শূন্যপুর, নীলের কাছে আটকে
থাকে কালো।
জ্যোৎস্না রঙে আঁকছি ওদের ছবি,জলের ভিতর
আছড়ে নামে ডানা। মৎস্যকন্যা পুচ্ছ তুলে নাচে
বনের ছায়া পড়ছে সবুজ জলে। তির তির স্রোত
নদীর সাতকাহন।

মাটির ভালোবাসা ছুঁয়ে থেকে পরখ করে সে যে ...
বিকেল হলেই ঝিমিয়ে আসা মনে আঙুল গুলোর
নিবিড় যাওয়া আসা। ....অনেক হল রাস্তা রাস্তা খেলা
পথ তোমাদের অনেকটা ভাই দূর। মফস্বলি গানের
ধারায় ধারায় লোক-জীবনে উৎসবের ই সুর।
ব্যালকনিটা বেজায় রকম খাঁটি , দুধার থেকে সবুজ
এসে ঘেরে, অন্যপাড়ে গভীর অন্ধকার।
আলোধারায় তৈরি হল ঘর মনের ভিতর আবছা
রঙ-প্রাকার।
বিষণ্ণতার কান্না লেগে লেগে কবির ঘরে কাচের বিমর্ষতা,
মন কেমনের পাল্লা আছে ভারী উত্তর পথ
নদীর প্রিয়ংবদা।

আপাদমস্তক ফাঁদে জড়িয়ে যেতে যেতে
আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস
ছড়িয়ে দেয় বাতাসে আর ভাবে
বাবা-মাকে বিশ্বাস করে সে একদিন
সমস্ত দাঁত ইঁদুরের গর্তে রেখে এসেছিল!

উড়ে আসবে মাঠ

তনুশ্রী পাল

জমে উঠছে সামুদ্রিক লবণ, পাথুরে পাহাড়,
ইনসোমনিয়ার মশারি
এধার-ওধার দুলছে
ছিন্ন সুতোর রাশি

ভাবছি
ঢং শব্দে ফেটে যাবে স্লেট রঙের সন্ধ্যা
পাথর ও পাহাড়ের আগ্রাসী মুখ
আর দেওয়াল বেয়ে উঠে আসবে
ইনকা মেয়েদের বাদামী চুলের রাশি
ইনকা পুরুষের ট্যাটু আঁকা বুক

হ্রেষাধ্বনি সমেত উড়ে আসবে তেপান্তরের মাঠ
রাক্ষস-খোক্কসদের গল্প নিয়ে
যাদুবৃক্ষের ফল নিয়ে

ঝিলমিল

টিপ্‌লু বসু

ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে
বিশাল পাথরে আটকে গেল তাঁর
মাথা বুক পেট যোনি হাঁটু ও পায়ের পাতা
আপাদমস্তক ফাঁদ দেখে নিল সে
হৃদপিন্ডের ভেতর অবিরাম শুনছে ঘুঘুর ডাক
.... ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলমিল
সে জানে প্রকৃত ঘুঘুপাখি এভাবে ডাকে না
ঝিলমিল তার নাম নয়
মিলঝিল নামের দোকানটিও আর নেই
আজ মিলের জন্য অস্থির হলেও
সে কখনো অন্ত্যমিলের কবিতা লেখেনি
ঝিল খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে সে জেনেছে
সমস্ত নাগরিক ঝিল দলবাজি করে
বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে
আপাদমস্তক ফাঁদে জড়িয়ে যেতে যেতে
আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস
ছড়িয়ে দেয় বাতাসে আর ভাবে
বাবা-মাকে বিশ্বাস করে সে একদিন
সমস্ত দাঁত ইঁদুরের গর্তে রেখে এসেছিল!

একটি নাচের মুদ্রা থেকে

সন্তোষ সিংহ

অঘ্রাণেই কৌমার্য ভেঙে ফেলছে সমস্ত কুকুর
ভাদ্র কোনো ঋতু-অঙ্গ নয়
ভাদ্র এক শারীরিক ভাষামাত্র
হাড়মাস মজ্জাগত যা
গম যব তিলের আবহে ভূর্জপত্রে লিখে কামদেব
ইথারে ভাসিয়ে দিয়েছেন কতকাল আগে....

তাই আলোর রেণুর মতো ক্রোমোজম খেলা করে
শরীর ও না-শরীর সেতুর উপরে
তাই মানুষ মানুষী জাগে
প্রজাপতি কীট জাগে আজও
মুদ্রার ভেতরে.....

একটি নাচের মুদ্রা থেকে উঠে আসছে
তথাস্তু সনাতন তথাগত
কোনো ভাণ নয়, ভণিতা নয়
অসূর্যম্পশ্যাকলা

নিরবধি অধিবাস যার বিরহে বিরহে....

একটি কবিতা

নিখিলেশ রায়

আসোনি আমার কাছে, তাতে কী?
নগণ্য নদীর মতো থাকি
পাড়াগাঁর ভালোবাসা ছুঁয়ে।

স্রোতসী তুমিও কোনো মোহনা পেয়েছো
এই ভেবে, আমি ক্ষীণ
কিন্তু গর্বে আছি নুয়ে

আসোনি আমার কাছে, তাতে কী?
না-আসার তীব্র আসাটুকু
ভালোবাসে বক্ষে বেঁধেছি।

আমি এক উন্মত্ত রাষ্ট্রের নাগরিক

সত্যম ভট্টাচার্য

নোংরা ছেঁড়া জামা পরা যে মেয়েটি হাতের পিচবোর্ডে
চায়ের কাপ নিয়ে রাস্তা পার হয় তাকে আমি চিনি না,
আমি এক উন্মত্ত রাষ্ট্রের নাগরিক।

আমি ওর বাবার সাথে এক লাইনে দাড়িয়ে ভোট দিই,
রেশন তুলি,ঝগড়া করি,কাছাকাছিই থাকি, তাঁকেও আমি চিনি না,
কোটি কোটি এমন বাবারা আজ পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা কাগজের জন্য,
যা তাঁদেরকে এই দেশে থাকতে দেবে, তাদের পরিবারকে, নিজের দেশে।

আমি এক উন্মত্ত রাষ্ট্রের নাগরিক।
যুগ যুগ ধরে শালপ্রাংশু বৃক্ষের ন্যায় ঈষত ঝুঁকে বসে থাকা যে বৃদ্ধ
বড় করেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম, আমি গিয়ে তার কাছে কাগজ চাইছি,
আমি এক উন্মত্ত রাষ্ট্রের নাগরিক।
নিজের শরীর দিয়ে কোলে পিঠে করে বড় করেছেন যিনি,
তিনি জানেন এটাই তাঁর মাটি, এই গাছ-বাতাস-জল তাঁর।

আমি এক উন্মত্ত রাষ্ট্রের নাগরিক।
ঘন কুয়াশার সকালে চাপ চাপ রক্ত নিয়ে আমবাগানে পড়ে আছে যে মেয়েটি,
রাজধানীর সামান্য দূরেই জাতীয় সড়কের পাশেই
খেয়ে থেঁতলিয়ে পুড়িয়ে যে মেয়েটিকে ফেলে রাখা হয়েছে,
এ রাষ্ট্র তাকে সুরক্ষা দিতে পারেনি,বলতে পারেনি, ‘যা মেয়ে তুই ঘুরে বেড়া,
তোরই তো দেশ।’ আমি কলেজের বাচ্চা পেটাই, দাবী আদায়ের মুখে গুঁজে দিই খড়,
আমার আত্মাকেই আমি আটকে রাখি ডিটেনশন ক্যাম্পে,
সঠিক চিকিৎসার বদলে পান করতে বলি গোমূত্র, আর বিক্রী করে দিই নিজেকেই।

আমি এক উন্মত্ত রাষ্ট্রের নাগরিক।

যুগ যুগ ধরে শালপ্রাংশু বৃক্ষের ন্যায় ঈষত ঝুঁকে বসে থাকা যে বৃদ্ধ
বড় করেছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম, আমি গিয়ে তার কাছে কাগজ চাইছি,
আমি এক উন্মত্ত রাষ্ট্রের নাগরিক।

ধর্ম

শৌভিক বণিক

বিন্যাসের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে অধিদন্তের মতবাদ
প্রজ্ঞার অসম-করণ সূচী খুলছে
সংলাপের এপাশ-ওপাশ

আর
বিরোধীর সংঘাত ভাবছে পারস্পারিক প্রতিক্রিয়া
আবেগঘন চেতনার বিস্তার

যুক্তি, পাল্টা যুক্তির ভেতরে টোল খাচ্ছে ধর্ম...

সুখ

সুজিৎ বর্মন

এক মনে হাঁটবো এই শহর ছেড়ে
অনেক দূরে খালি পায়ে
যেখানে জড়িয়ে ধরবে সবুজ
আর তুই আমি ভিজবো ভালোবাসায়।
তুই আমি ছুটবো দিক ভোলা পথে।

মন খারাপের গল্পের চেয়ে
না হয় তুই আমি ভুলবো এক কাপ চায়ে
সুখ পাবো তোর ওই এলোমেলো চুলে
শিশুর নরম হাতের হিজিবিজি দাগের মতোই।

চাষা আর চণ্ডীদাস

রাহেবুল

এত দড়ি ঝুলছে কেনো?
দোলনা? দোদুল স্মৃতি-বিস্মৃতি।
ঝুলে পড়বার বন্দোবস্তও হতে পারে
ঝুলে পড়া মানেও তো হরেক কিছু, শতেক তার প্রকার
পছন্দ করি তার মধ্যে গলায় দড়ি ঝুলে পড়া।
উদাহরণ স্বরূপ চাষা আর চণ্ডীরদাসে এখানেও এক।

কে ঝুলিয়েছে এইসব দড়ি?
উচিত ছিল: তার কথাই রাষ্ট্র হওয়া।

কবিতা ময়দান

কাব্যসুখী

দীপঙ্কর মৌলিক

তোমার মুঠোয় দশটি রাবণ মাথা
একটু আধটু প্রেম প্রেম ভাণ
সুশীতল ছায়াঘন শান্তিনীড়ে আমি
ঠকঠকানি   কান্নাকাটি   শুনি সাম্যের গান।
এই যেমন একটু আধটু নেশায়
তোমার ছবি   গোলাপ চোখের তাঁরায়
নিরুপদ্রব সেদ্ধভাতের সুখে
প্রেমের কাব্য লুকিয়ে লিখতে হয়!
তোমার বুকে সুখের ছায়াছবি
মহাজাগতিক যুদ্ধ জয়গাথা
আমার বুকে রক্তে লেখা নাম
ঢাল তরোয়াল মাথার পাশে রাখা কাব্যসুখী।

নোনাজল ঘনীভূত হলে
আকাশও ফুটো হতে পারে
আঘাত করার আগে জেনো
কিছু অভিমান ছুঁতে
হাজার যোজন পথ হেঁটে যেতে হয়।

উৎসব

দীপায়ন পাঠক

মিথ্যে উপবাস এক প্রতারণা
শরীর উৎসব চায়
যে উৎসবে মৃত্যুর বেচাকেনা
শীৎকারের বিষন্নতা ভেঙ্গে
তিলতিল করে গড়ে ওঠা এক অসুখ
কালি আঁকে চোখের নিচে
আলিঙ্গন হাতিয়ার করে

একটি কবিতা লিখতে চাই

হরিপদ রায়

একটি কবিতা লিখতে চাই। প্রেমের কবিতা।
কিন্তু পারিনা!
বুভুক্ষু মানুষের কান্না,
হৃদয়টাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।
লাখো কঙ্কালসার দেহ,
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শায়িত শব
শিয়াল শকুনির অবাধ বিচরণ।

আমার লেখনীতে অশ্রু।

একটি কবিতা লিখতে চাই যা হবে শাশ্বত।
কিন্তু পারিনা।
অজস্র নোয়াখালী, কিংবা গুজরাটে
একে অপরের বুকে ছুরি বসিয়ে উন্মাদনা,
এরপর সবই শেষ।
রক্ত নদীর ধারায় দু'ভাই ভেসে চলে।
শয়তানের অট্টহাসিতে আকাশে বাতাসে বিষ।

লেখনী শয়তানের ধ্বংস কামনায় আগুন।

নিকোটিন

মান্তু দেব রায়

নিকোটিনে পুড়ছে ঠোঁট,
ভালোবাসাও পুড়ে ছাই
পুড়ছে আমার বুক
মস্তিষ্কে শুধু আছিস পরে তুই।

আমি আছি বুঁদ হয়ে।

লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায়
খুঁচিয়ে করেছি ঘা।
যন্ত্রণাতে যদি ভুলে যাই তোকে— ।

মৃত্যু যেদিন, খুব কাছে আসবে
নিকোটিন থাকবে।

অভিমান

মাধবী দাস

নিরক্ষর নদী হয়ে
রংরুট ধরে এগিয়ে গেলে
অজানা মৈষালের বাথান
বুকে বাজে নিশুতি নিশ্বাস।

পর্বত শিখরে যে বরফ এতদিন ধরে জমেছিল
সে তো গলে গলে নদীই হতে চেয়েছিল
প্রচন্ড উত্তাপে তাঁকে বাষ্প করে দিলে?

'চোখ বুজে ভরসা করা যায়'
ট্যাগ লাইন ব্যবহার করা
মানুষগুলিই যে বেশি খতরনাক হয়
সে কথা লেখা ছিল না দেওয়ালের গায়ে...

নোনাজল ঘনীভূত হলে
আকাশও ফুটো হতে পারে
আঘাত করার আগে জেনো
কিছু অভিমান ছুঁতে
হাজার যোজন পথ হেঁটে যেতে হয়।

যাপন

মিহির দে

আশ্চর্য ঘোরের ভেতর আমাদের জীবন!
আলোর নিচে যে অন্ধকার, তারও
একটা নাম থাকা উচিত
ঠিকানাবিহীন সংসারে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য ঘর
বৃদ্ধাশ্রম থেকে বাড়ির দূরত্ব
অনেকটা হলেও দ্রুত বদলে যায়
পথ।

রোজ থলি হাতে বাজারে গেলে গোটা ভারতবর্ষ
উঠে আসে চোখের সামনে।

নির্জলা

অমিত দে

আমাদের ডাকনাম ভুলে এই বাড়ি
ছেড়ে আমরা ক্রমে যাই নগর কীর্তনে...

সান্দ্র আলোতে চুবিয়ে মুখ
স্বপ্নেরা ভ্রম লুকোতে চায়,
বিস্মৃত আঁচল শুধু রাত খোঁজে

তুষরঙের হেমন্তের চাদর
মাঠের মাঝে একটি পুকুরের আত্মাকে
নির্জলা রেখেছে
মাঝরাত্রিরে খুব চেষ্টায়
শিকার সম্ভাবনায় জেগে উঠি

যা কিছু আরক্ত অপরাধ
নেভায় মৃত গল্পের বৃষ্টি

দরিদ্ররেখার নীচে বাস করছি

মীনাক্ষী মুখার্জি

বাজারে চাল কিনবো না
কিনবো চাষীদের আত্মহত্যা
বাজারে আলু কিনবো না
কিনবো চাষীদের না খেতে দিনের কথা
বাজারে মাছ কিনবো না
কিনবো তাদের নিরাশার ছায়াপথ
দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছি
মনুষ্যত্ব বিক্রি করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি..
এ সময়েই পেছন দিয়ে রেডিও নিয়ে এক পাগল হেটে যায়...
শুনতে থাকি, 'আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে'।

জার্নি

নীলাদ্রি দেব

স্থির নদীর পাশে ভাঙা নৌকো
ওতে পারাপারের দাগ
ঢেউ
বালি
মানচিত্র বদলে যায় ক্রমশ
নিমকাঠের বাদ্য, বাজনার পাশে
অসমাপ্ত জার্নি

একটি কবিতা

মনোজ পাইন

এই যে হেমন্তের মাস ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে
ঘরে; আমি জানি এও শীত শেষ হবে যখন

তখনও ফেলে আসা দিনের কথা-গল্প চলতেই
থাকবে। আবার জারুতলা মাঠে নামবে কিছু

হরিণের দল। জলের ধারার মতো জমে থাকা
শীতল বাতাসের ঢেউ কিশোরী আমিনার ফ্রকে

ঝড় তুলতে চাইলেও হেরে যাবে তারা। আবার নদী
সকল অরণ্যপ্রদেশে বয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হবে

মানুষের বাঁধানো কংক্রিটের কাছে। তবে হেরে
যাওয়াটা বড় আপাত। সময় সব পুষিয়ে দেয়

কোন ক্ষোভ রাখে না। প্রকৃতিও মাটি কামড়ে পড়ে
থাকে। শীত শেষ হলে কেমনকরে বসন্তকে পার করে

দিতে হয়— এ কিছু মানুষের 'বাঁয়ে হাত কা খেল'! তাঁরা
জানে খারাপের উলটো পিঠেই আঁকা থাকে ভালো

আগামী বর্ষায় কথা ভেবে তাই কেউ পার হয়
হেমন্তের সুখা নদী। তাদের মাথার উপর উড়ে যায়

পরিযায়ী সারস। কিছু মানুষ হেমন্তে কাঁদে না; তাঁরা
গান গায়। কিছু লোক অদ্ভুত ভাবে হেসে ওঠে জোরে।

ভোরের বেলায় দেখি ক্লান্ত পায়ে একাকী এক
হাতি পেরিয়ে যায় হাতিপোতার নদী নির্জন জংগল।

মনে রেখো হেমন্তের গান। ভুলে যাও বিপন্ন সময়

আগামী বর্ষায় কথা ভেবে তাই কেউ পার হয়
হেমন্তের সুখা নদী। তাদের মাথার উপর উড়ে যায়
পরিযায়ী সারস। কিছু মানুষ হেমন্তে কাঁদে না; তাঁরা
গান গায়। কিছু লোক অদ্ভুত ভাবে হেসে ওঠে জোরে।

সেলিব্রেশান

পাপড়ি গুহ নিয়োগী

চারদিক থেকে মুখোশেরা
অভিন্দন পাঠাচ্ছে দুইহাজার একুশের

মা হাঁড়িতে পায়েস বসিয়ে
ঘরে ঘরে উইপোকা মারছে

আলো ঘসে ঘসে আঁশবটির সামনে মানচিত্র
অপেক্ষায় দালান বাড়ির

আজকাল থুতু গিলে
বাকস্বাধীনতা নিয়ে আত্মহত্যা আঁকি

মায়ের নখ এতো শক্ত হয়েছে
রাস্তায় রাস্তায় নরুণ খুঁজে বেড়াই

মা বলে, এতো হাততালি কারা দিচ্ছে
তোরা একটু সাবধানে থাকিস

টার্ন

প্রশান্ত প্রসূন রায়

কলপাড়ে শুকোতে দেওয়া টুকরো কাপড়
হাওয়ায় উড়ছে।

দু'দিন ধরে ঠাকুর ঘরের প্রদীপ জ্বলেনি,
পুজো করা ফুল গুলোও শুকিয়ে গেছে।

অ্যালার্ম বেজে উঠেছিল সেদিন;
সেই থেকে যত অনিয়ম।

বিপন্ন হাওয়া সূচনা করে সার্থকতার।

রান আছে প্রাণ আছে

রিয়া সরকার

কত কিছু পাওয়া আর না পাওয়ার
প্রলেপ জমে এক শক্ত পাহাড়ের সৃষ্টি,
যেন সে, কোনো এক দুরন্ত প্রহরী।
তার সুদূর প্রসারী দৃষ্টি
দিন-রাতের হিসেব কষে।
সেখানে সারি সারি পাইন বন,
কুয়াশার গন্ধ জড়িয়ে থাকে উপত্যকা জুড়ে।
ওরা অন্ধকারের ভাষা বোঝে
জোছনার আলোতে ভিজিয়ে ফেলে নিজেকে
মিটি মিটি তারাদের সাথে রাতভর কথা হয়।
পাহাড়ি তিস্তার পাড়ে
একটুকরো আকাশ নেমে আসে
রাতের হাড় হীম করা ঠান্ডায়
চুপিসারে আলোচনায় বসে-
পাহাড়, মেঘ, কুয়াশা, পাইন বন,
আর উত্তরের হওয়াদের সমাবেশ শেষ হয়
ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সামনে রেখে।
কালো হুডি পড়া ছেলেটি, আবছা হয়ে আসে
হারিয়ে যায় মেঘলা সবুজে।
সব নিশ্চুপের মাঝে ছুটে যাওয়া টয় ট্রেনের শব্দ
জানান দেয় প্রাণ আছে... প্রাণ আছে...
খাদের মতো টুকরো টুকরো শূন্যতা জমে জমে
চারিদিকে অনন্ত শূন্যতার সৃষ্টি,
বিশ্বব্যাপী সব রয়েছে অথচ কিছুই নেই যেন।

নীহারিকা

সোমা বৈদ্য

কত কথা বলা হয় নি তোমায়
এই সময়, এই মুহূর্ত
এই দ্রোহকাল
খড়কুটো মুখে উড়ে যায়
শঙ্খচিলের দল, পরজীবী কার্ণিশ
বেয়ে নেমে আসে শিকড়ের জলছাপ।

প্রত্যাবর্তন

সৈকত সেন

দিন রাত্রির আবর্তনের কক্ষপথ থেকে
যদি ছিটকে বেরিয়ে যাই
পৃথিবীর সকল বন্ধন ছিন্ন করে
বিবাগী হই যদি কোনদিন
তবুও একজন নারীর জন্য মন কেমন করবে।
ফুল ও পতঙ্গের সমীকরণে ছিন্নভিন্ন হয়েছে সে,
যার নাভিমূল থেকে নির্গত স্বেদ
ধূমায়িত করেছে পৃথিবী
যার বক্ষস্থল থেকে উৎসারিত সুধা
আমাকে এক অলোকতরঙ্গে ভাসিয়ে রেখেছে,
শুধু তার কথা ভাবি।
সে শুধুমাত্র আমারই জন্য
আজীবন রমণীয়া হয়ে উঠেছে
আমি বার বার মুগ্ধতা নিয়ে ফিরে আসব তার কাছে।

রায়মাটাং

শৌভিক দে সরকার

জলের অসাড় বর্ণগুলি খুলে যায় তালুর ভেতর
এক একটি রেখা রোদের দেওয়াল হয়ে ওঠে
বর্ণহীন জলের ফোঁটা
আয়ুরেখার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়
রজন ও আলস্য ওড়ে
শীত শেষের তুচ্ছ পরাগ, চিকরাশির পাতা
তোমার ঠোঁটের খুব কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়
দৃষ্টিহীনদের বাস
পরবর্তী পিকনিকের কথা ভেবে
সামান্য কেঁপে ওঠে মরপৃথিবীর আলো।

অ্যান্টি পোয়েট্রি

পোয়েটিক গুজব

সম্পাদক কহিলেন, শুন কলম! তুমি কেবল ডুয়ার্সপত্রে খুচরা লিখিবে, তাহা হইবে না। কবিতার কাগজ করিতেছি। কবি থাকিলে অকবিও থাকিবে। তাহা না হইলে ভারসাম্য ঠিক থাকে না। তুমি অকবিদের জন্য নিয়মিত কিছু লিখিয়া দিবে।

শুনিয়ে ফুর্তি হইল। কবিরা আমাকে চিনে বটে কিন্তু আমি উহাদের সকলকে চিনি। হাঁড়ির খবরও নিয়মিত পাইয়া থাকি। গুজব কবির সহিত গোপাল বালকের যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ তাহা কি আমার অজানা? এই বিষয়ে কোচরাজ্যে এক হিমেল রাতে অভিজ্ঞ সাংবাদিক অবশ্য বলিয়াছিলেন যে গুজব কবির লড়াই আসলে গোপাল বালকের সহিত নহে। তাঁহার মূখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইল সুন্দরপুত্র, সূর্যদেব, চিরকুমার প্রমুখ।

ওইদিকে আবার গুজব কবির পোস্টে শত শত লাইক দেখিয়া কবি গুহাবাসী বীরভূমের সাহিত্য সম্মেলনে অতি তরুণী কবিকে কাটলেট খাইতে খাইতে কী বলিয়াছিলেন তাহা কি ফাঁস হইয়া যায় নাই? সেই তরুণী যে গুজব কবির মহা ভক্ত তাহা কবি গুহাবাসীর অজানা ছিল। তরুণী ভাবিয়াছিল যে দৈনিক কুন্তীলকে কবিতা ছাপিবার ব্যাপারে কবি গুহাবাসীর প্রভাব আছে। তাই তখন মন দিয়া শুনিয়াছিল। আসলে কবি গুহাবাসীর দিন এখন ভাল যাইতেছে না। মাঝে একবার চা খাইতে খাইতে আমাকে বলিতেছিলেন, জান কলম! একদিন যাকে আমি হাত ধরে সাহিত্যবিধি পত্রিকার দপ্তরে নিয়ে গেছিলাম সে এখন বলছে আমি নাকি লিখতে পারি না!

সুতরাং, অকবিদের ভাল লাগিবে এইরূপ কাব্যবস্তু রচনা করার উপাদান আমার কম নাই। আপনারা হয় তো কেহ কেহ জানেন যে আমি ‘কলিকাগ্রাম কলিকা সমিতি’র ফাউন্ডার মেম্বর। সমিতির সদস্যদের ভিতর বিমর্ষ আইপিএস হইতে শুরু করিয়া প্রাইমারি বাচ্চা টিচারও আছেন। বেকার হইতে টোটোচালকও পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে এক ছোকরা কবি কয়দিন ধরিয়া ঝিমা মারিয়া বসিয়া থাকে দেখিয়াছিলাম। তখন পাত্তা দিই নাই। এখন কবিতার কথা ভাবিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া ঝিমানোর কারণ জানিতে চাহিলাম। সে যাহা বলিল তাহা রোমাঞ্চকর! আকাদেমি নাকি ওকাকুরায় কবিতা পড়িবে বলিয়া মাসে একবার কলিকাতায় যাইত। এইভাবে দুই বছর গিয়াছে। কিন্তু বনগ্রামের একটি সভায় কবিতা পড়িবার ডাক ব্যতীত কিছু জোটে নাই। ছোকরা খুব ডেডিকেটেড। নিজের এবং যাহাকে যখন ধরিলে কাজে আসিবে তখন তাঁহার কবিতা ছাড়া আর কিছু পড়ে না।

আহা! এই যন্ত্রণা যে পায় নাই সে বুঝিবে না! তবে ডাক পাইবার পরেও যে যন্ত্রণা কমে নাই এমনও কম দেখিলাম না। সেই দিন বাসে হুসলুডাঙা যাইতেছি, পাশের সিটে কবি অভিমানিনী বসিলেন। ধূপগুড়ি অবধি তিনি অভিমানে আমার প্রতি চাইলেনই না। পরে ক্লান্ত স্বরে বলিলেন, ও, কলম তুমি! আসলে আমি তো কেউ নই!

আমি মনে মনে কহিলাম, এ কী কথা! বাঘা বাঘা পত্রে কবিতা ছাপা হইতেছে। ঝপাঝপ পুস্তক বাহির হইতেছে। ফেসবুক খুলিলেই সভাসমিতিতে হাস্যমুখের ছবি। —ইহার পর এইরূপ ফ্রাসট্রেশন কী কারণে? তিনি আরো ক্লান্ত স্বরে কহিলেন, তোমাদের এখন ইগোরানী প্রিয়। কবিতা তো সেইই লেখে! আমরা আর কী!

এইবার অভিমানের কারণ বুঝিলাম। ইহা সত্য যে ইগোরানীর সহিত সুযোগ পাইলে দু-দন্ড রসালাপ করি। কিন্তু তাঁহার সহিত কবিতার কী সম্বন্ধ? সে দেখিতে সুন্দর বলিয়াই না রসালাপ! অভিমানিনীর সহিতও একই কারণে গল্প করিয়া থাকি। যাহা হউক, অভিমানিনীকে বাদাম কিনিয়া খাইতে বলিলাম। সোনাপুর আসিতেই সে অভিমান ত্যাগ করিয়া ফোঁস করিয়া জানাইল যে ছয় মাস আগে নিকো পার্কে গোপাল বালকের সহিতে ইগোরানীর আর সে ফোটো তোলাইয়াছিল। ক্যামেরা ছিল ইগোরানীর কলিগের। পরে সে ছবি যখন ফেসবুকে পোস্ট হইল, দেখা গেল অভিমানিনীকে ক্রপ করিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে! ইহা কি অসভ্যতা নয়?

ইগোরানীর সহিত গন্তব্যে পৌঁছাইয়া দেখা হইল। পাছে দেখা হয় তাই অভিমানিনী এক স্টপ আগেই নামিয়া পড়িয়াছিলেন। আমি কহিলাম, হ্যাঁ রে ইগো! তুই নাকি আজকাল মানিনীর পোস্টে লাইক দিচ্ছিস না? শুনিয়া ইগোরানী তেলবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ধমকাইয়া ধমকাইয়া বলিল, জানিস, ও ফেসবুকে পাব্লিক পোস্টে রোমান্টিকাকে ফেস পাউডার মাখা নিয়ে কটাক্ষ করেছে।

তাহার পর কপাল হইতে কেশদাম সরাইয়া নিচু স্বরে কহিল, অবশ্য কটাক্ষ করে ঠিকই করেছে।

আমি আর কিছু বলিলাম না। আগামিতে বলিব। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন আমাকে দায়িত্ব দিয়া সম্পাদক ভুল করেন নাই।

কলম সিং

প্রচ্ছদ শিল্পী সুশান্ত ধর

কবিতা এখন ডুয়ার্স

ফাল্গুন ১৪২৬

অ্যান্টি পোয়েট্রি

সার্থক পণ্ডিতের ব্যর্থ কবিতা

ফাগুন তুমি যে কোথায় লাগাও আগুন

বরফের প্রথম স্পর্শে যেদিন তোমার রোমকূপে ফেনিল উষ্ণতা জেগেছিল জানেমন! শুনেছি সেইদিনই ইয়ুমথাং থেকে হিলময়না যুগল নেমে এসেছিল গজলডোবার জলাঘাসে! তাদের বাদামী রঙের ঠোঁটে পেয়ারকা পয়গাম নিয়ে। সোনালি গ্রীবা কাত করে দেখে তাদের মুচকি হেসেছিল বালিহাঁস দম্পতি।

কোঁচকানো সাদা কটন কামিজের বুক পকেটে যেদিন এঁকে দিয়েছিলে তোমার টকটকে লিপস্টিক সিগনেচার! সেইদিনই জন্ম নিয়েছিল ভুবনজোড়া খ্যাতনামা ব্র্যান্ড লামোর।

অথচ কী অবাক কথা শোনো হে মোর দিল কি ধরকন! ডিক্যাপ্রিয়োর মত অই যে টোটোবালক তার জড়সড় কিশোরী প্রিয়তমাকে নিয়ে জলপাই মোড় ছেড়ে হুহু বাঁক নিল নৌকাঘাটের পথে! কিংবা অই যে বাসন্তী টী শার্ট কোনও লাল পালসারের পিঠে প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল নতুন উড়াল পুল বেয়ে! তারা নাকি সবাই এখনো ভালোবাসারই সন্ধানে রত?

আজ ভালো করে তুমি চেয়ে দ্যাখো সখা! প্রেমিকের প্রলাপে বা সিন্থেটিক গোলাপে কোনও কাঁটা ফুটে যাওয়ার বিড়ম্বনা নেই। তবু সানস্ক্রিন ছেড়ে রোদ্দুরের কাছে কেন সিন্থেসিস মাঙে বারবার অবুঝের দল? কেন কার্বন কালো রাতে মাউথ অর্গানে ই-মোশন নিংড়ে দেয় চারকোল ফুসফুস? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফেরে কোন সে অর্গানিক ভালো বাসার খোঁজে?

তোমার কি মনে আছে প্রিয়ে? এসময় সন্ধ্যা ঘনালেই সিঁদুরে আকাশ থেকে মানসাইয়ের খোলা চরে নেমে আসত কয়েক হাজার ম্যাজিক লণ্ঠন? আর ভুটান পাহাড়ের এলোমেলো বিষণ্ণ হাওয়ায় তার বাঁশি ভুলে যেত আশিক রাখাল! সে কি শেষমেশ আর পেলই না খুঁজে তার ভ্যালেন্টাইন?

ও মেরে মেহবুব মেরে সনম! তবে তো স্বভাব প্রশ্ন এক আলোড়ন ঘটাতেই পারে তোমার তাজা তরমুজ হৃদয়জুড়ে! সখি ভালোবাসা কারে কয়? সেকি কেবলই নৃত্যে সঙ্গীতে রয়? উত্থিত লালসা হয়ে, কামুক পিতার তর্জনী হয়ে গোপনাঙ্গে অসহ্য খেলা করে সেকি কেবলই বেদনাময়?

প্রেম যদি সত্যিই পরিত্রাণ হতো, কিংবা মহানির্বাণ হতো মেরে দিলরুবা? তবে তো কবেই তোমার লাল মলমল দোপাট্টা বুকে বেঁধে এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দিতুম সফেদ মেঘ সমুদ্রে!

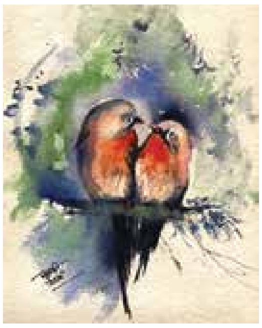

তোমার কি মনে আছে প্রিয়ে? এসময় সন্ধ্যা ঘনালেই সিঁদুরে আকাশ থেকে মানসাইয়ের খোলা চরে নেমে আসত কয়েক হাজার ম্যাজিক লণ্ঠন? আর ভুটান পাহাড়ের এলোমেলো বিষণ্ণ হাওয়ায় তার বাঁশি ভুলে যেত আশিক রাখাল!